سورة الفيل

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢
وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেন নি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি ? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি জানেন না যে, আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা। অতঃপর সেই ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে)। তিনি কি তাদের (কাবা গৃহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার) চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি ? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করা)। তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সারকথা এই যে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবমাননা করে, তাদের এ ধরনের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যেতে পারে; যেমন এসেছে হস্তীবাহিনীর উপর। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো অবধারিতই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল ঃ মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সা)-র জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।---(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীস-বিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতি হত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঃ এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষ্য এরূপ ঃ আরবের ইয়ামেন প্রদেশ মুশরিক, 'হেমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খৃস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যু-নওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খৃস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহ্র ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খৃস্টানদের প্রতি রাজা যু-নওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যু-নওয়াসের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়ামেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের কবল মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হল। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হল এবং আরবাত নিহত হল। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তথায় এমন একটি

বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়ামেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ্জ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করলঃ এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হজ্জের জন্য কাবাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশী ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কাবার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহ্‌তান ও কোরায়েশ উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, জনৈক কোরায়শী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করলঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরও আটটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হল। এতসব হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতী ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কাবাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতীর গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কাবাগৃহ (নাঊযুবিল্লাহ্) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাসআম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ

করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবূ রেগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবূ রেগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কোরায়েশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দী করে নিয়ে এল। এতে রসূলে করীম (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কোরায়েশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কোরায়েশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কোরায়েশদের কোন ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কোরায়েশ নেতা আবদুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে আবদুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ আমরাও আবরাহার মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মুকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহ্র ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ্ কি করেন। হানাতা বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আবদুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আবদুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। অবদুল মোত্তালিব বললেন ঃ আমার প্রয়োজন এত-টুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল ঃ আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না! আশ্চর্যের বিষয় বটে। আবদুল মোত্তালিব জওয়াব দিলেন ঃ উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল ঃ আপনার আল্লাহ্ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালিব বললেন ঃ তা'হলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আবদুল মোত্তা-লিবের সাথে আরও কয়েকজন কোরায়েশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহ্র ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হল না। আবদুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কোরা-য়েশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হল। তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌, আবরাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। আপনিই আপনার ঘরের হিফাযতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হবে। প্রত্যূষে আবরাহা কাবা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমুদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দী নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল ঃ তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা ; কেননা, তুই এখন আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল। হাতী একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হল, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে দণ্ডায়মান হল না। তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হল, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহ্‌র কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই ; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখী সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলির প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল ; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেন ঃ পাখীগুলো অদ্ভুত ধরনের ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলি আবরাহার বাহিনীর উপরি-ভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পারে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আযাব দেখে সব হাতী ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতী ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হল। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পচে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়ামেনে নীত হল। রাজধানী 'সান'আয়' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহার হস্তী মাহমুদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি এই দু'জন

চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা)-র ভগিনী আসমা বলেনঃ আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ — الم تر এখানে 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রা) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

طَيْرًا أَبَابِيلَ — ابابيل শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক---কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।---(কুরতুবী)

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ---ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সেই কংকরকে سجيل বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ — عصف -এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরায়শদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।---(কুরতুবী)

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কোরায়েশরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কোরায়শে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।